কাঠ কাটিবারে নারে আইল ফিরিয়ে।
দেশে এসে রহিল সে ব্যাধি যুক্ত হ'য়ে।।
দেখিলে সে ফকিরকে নাহি মানে লোকে।
রোগ না সারিতে পারে কেহ নাহি ডাকে।।
হীরামনে মেরে হইয়াছে মহাপাপী।
রোগে ভোগে ক্রমে ক্রমে জনমিল হাঁপী।।
প্লীহা হ'য়ে ক্রমে হ'ল প্লীহা আমরেখী।
গণ্ডস্থল খ'সে প'ল জিহ্বা লক্‌লকী।।
রস পৈত্তিকের রোগে হাতে ঘা হইয়ে।
অঙ্গুলী খসিয়া পড়ে' গেল সে মরিয়ে।।
একেবারে ফকিরের হইল নির্ব্বংশ।
বাতি দিতে না রহিল পরিবার ধ্বংস।।
কেহ কেহ বলে ভাই দেখরে সকল।
হীরামনে হিংসা করে ধ'রেছে কি ফল।।
কহিছে তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।
সাধু হিংসা যে করে তাহার মুণ্ডে বাজ।।

মহাসংকীর্ত্তনে শমনাবির্ভাব

ঠাকুরের আগমন রাউৎখামারে।
হরি-সংকীর্ত্তন হয় প্রতি ঘরে ঘরে।।
প্রভু সঙ্গে ফিরে ভক্ত সকল সময়।
হাসে কাঁদে নাচে গায় প্রফুল্ল হৃদয়।।
ওড়াকান্দী হ'তে যান রাউৎখামার।
মাস পক্ষ সপ্তাহ থাকিয়া যান ঘর।।
অল্প সময়ে প্রভু থাকেন নিজ ঘর।
বেশী থাকে মল্লকান্দী রাউৎখামার।।
মল্লকান্দী মৃত্যুঞ্জয় ভক্ত শিরোমণি।
কাশীশ্বরী নাম ধরে তাহার গৃহিণী।।
তাহার সেবায় বাধ্য প্রভু অহর্নিশি।
প্রভু সেবা কার্য্য করে যেন সেবাদাসী।।
দুই তিন দিন কিম্বা সপ্তাহ পর্যন্ত।
মৃত্যুঞ্জয় ভবনে থাকেন শান্তি-কান্ত।।
মল্লকান্দী রাউৎখামার দুই গ্রামে।
থাকিতেন যতদিন সদা মত্ত প্রেমে।।
যেদিন থাকেন প্রভু যাহার আলয়।
হইত তাহার চিত্ত প্রেমানন্দময়।।
আন্ কথা আন্ শব্দ না ছিল কেবল।
ঘরে ঘরে পরস্পরে সুধা হরিবোল।।
কৃষিকার্য্য কৃষকেরা করে দলে দলে।
সতত সবাই মুখে হরি হরি বলে।।
গৃহকার্য্য সমাধা করিত দিবসেতে।
প্রভুর নিকট যেত সন্ধ্যার অগ্রেতে।।
যে গৃহেতে ঠাকুরের ভোজন হইত।
হইত লোকের ঘটা দুই তিন শত।।
কৃষ্ণকথা হরিনাম সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
সারারাত্রি কাটাইত ঠাকুরের সঙ্গে।।
এক ঠাঁই হ'য়ে লোক দুই তিনশত।
নাম-সংকীর্ত্তন রঙ্গে রাত্রি কাটাইত।।
এই মত নাম গান হইত যে স্থান।
কেমনে যামিনী গত না থাকিত জ্ঞান।।
কখন হইত ভানু উদিত গগনে।
ভাবে মত্ত তাহা না জানিত কোনজনে।।
খেয়েছে কি না খেয়েছে তাহা মনে নাই।
চেতনা হইয়া বলে 'দেও দেও খাই।।
সময় সময় হেন হইত উতলা।
কেহ বলে ঘুচে গেল যত ভবজ্বালা।।'
কেহ বলে 'পেয়েছি রে মনের মানুষ।'
কেহ বা হুঁসেতে বলে কেহবা বেহুঁস।।
গড়াগড়ি পড়াপড়ি জড়াজড়ি হয়।
কেহ কার গায় পড়ে কেহবা ধরায়।।
ঢলাঢলি ফেলাফেলি কোলাকুলি হয়।
ধরাধরি করি কেহ কাহারে ফেলায়।।